

Sub: Art of Living

শিক্ষার ক্ষেত্র

বুদ্ধিমানের চরিত্রের শিক্ষার ক্ষেত্রের প্রবন্ধে তিনি অচিন্তিত শিক্ষার ব্যক্তদের প্রতি ব্যাধনবিম্বল করেছেন। তিনি বলেছেন যতটুকু অত্যাব্যয়ক বেলায় তার সার্থক কর্মসম্বন্ধ হয় তখনই জীবনের বীজ নয়। আমরা কৃষি স্বাধীনভাবে চাষ করে না করতে পারি তবে আমাদের মাটির ও আমাদের যত্নের দ্বারা শিক্ষার সম্বন্ধেও একথাটি খাটে যতটুকু অত্যাব্যয়ক শিক্ষা তার সার্থক শিক্ষার প্রকাল নিবন্ধ করে রাখলে শিক্ষার সন যতটুকু পরিমাণে বাড়ে পারেনা বলে প্রবন্ধিক বুদ্ধিমানের চরিত্র জানে বলে। দেখা যায় অভিজ্ঞদের বেলায় জ্ঞান বিদ্যার জন্ম শিক্ষা দিয়ে লাভ করে যথা সম্ভব জোরী তে প্রবেশ করার অনুপ্রেরনা দেন। যখন শিক্ষা কাল থেকেই শিক্ষার্থী পড়া শ্রুত্রে ফসা ছাড়া তার কিছুই করতে পারে না। কারন তাদের হাত কোলা শত্রুর বই দেখলেই অভিজ্ঞদের ছিনিয়ে দিতে চেন। ফলেই বাঙালী ছেলে মেয়েদের ফলেই থেকেই ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দের সার্থক নিজেদের ব্যক্ত থাকতে হয়। অন্য দিকে ছেলেমেয়েরা যেখানে আসলে দিন কাটায় বাঙালী ছেলেমেয়েরা এখন পড়া শ্রুত্রে করে, শ্রুত মায় - পরীক্ষায় লাভ করছে কন জন্ম জন্মের আদম মন্য হয়ে উঠে। যখন তারা স্বাধীনভাবে দেখানুভূতি করতে পারে না এবং মানসিক দিক থেকে পবিপকৃত নাও করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা কামি কামি বই পড়ে C.A; M.A পাস করে কিন্তু তার সাথে তাদের বিদ্বিত্য বিকাশ খাটে না বলে প্রবন্ধিক জান করেন।